হজ্জের ফরজ ৩টি:

১. ইহরাম বাঁধা (মীকাত হতে)।

২. উকূফে আরাফা (৯ জিলহজ্জ আরাফায় অবস্থান করা)

৩. ক্বাবাঘর তাওয়াফ করা।

হজ্জের ওয়াজিব ৬টি:

১. মুজদালিফায় ৯ জিলহজ্জ দিবাগত রাতে অবস্থান করা

২. জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা ৩. কুরবানী করা

৪. মাথা মুন্ডানো ৫. সাঈ করা (সাফা-মারওয়া দৌড়ান) ও

৬. বিদায়ী তাওয়াফ করা।

হজ্জের সুন্নাত: (১). তাওয়াফে কুদুম করা (২). রমল করা (৩). হজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ আরম্ভ করা (৪). সাফা-মারওয়ার দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে জোরে হাটা (৫). ৮জিলহজ্জ যোহর হতে ৯জিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত ৫ ওয়াক্ত নামাজ মিনায় পড়া, (৬). মক্কায় ৭জিলহজ্জ, আরাফাতে ৯জিলহজ্জ ও মিনায় ১১জিলহজ্জ ঈমামের খুৎবা শুনা, (৭). আরাফা অবস্থানের জন্য গোসল করা (৮). সূর্যোদয়ের কিছুক্ষন পূর্বে মুজদালিফা ত্যাগ করা (৯). ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ্জ রাত মিনায় কাটানো।

হজ্জে মাবরুর বা কবুল হজ্জ অর্জনের উপায়:

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের হজ্জের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন আমার থেকে গ্রহন কর' *(মুসলিম)*

পরিশুদ্ধ নিয়ত: নিয়ত পরিশুদ্ধ করুন। কেবলমাত্র আল্লাহ'র হুকুম পালনার্থে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হজ্জ। সুনাম-সুখ্যাতি, রিয়া অথবা দুনিয়াবী স্বার্থ সিদ্ধির চিন্তা/ধান্ধা মুছে ফেলুন।

হজ্জের আহকাম এবং পাথেয়: আল্লাহ বলেন **'হজ্জের মাসগুলো সুনির্দিষ্ট। অত:পর যে কেহ এই মাসগুলোর মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে, তবে সে হজ্জের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস, অন্যায়-আচরন, কলহ-বিবাদ করতে পারবে না।** তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু কর, আল্লাহ তাহা জানেন; **আর তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করিও; নিশ্চিত উৎকৃষ্টতম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) এবং হে জ্ঞানবানগন! তোমরা আমাকে ভয় কর'।** *(বাক্বারা: ১৯৭)*

তওবা করুন: তওবার অর্থ ফিরে আসা। ইসলামের পরিভাষায় গুনাহ থেকে ফিরে আসা। অতীতের সকল পাপ চিহ্নিত/স্মরণ করুন। শিরক, কুফর সহ সব ধরনের কবীরা/সগিরা গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রেখে খুব অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে জীবনে আর কখনো এই গুনাহ না করার প্রতিজ্ঞা করে তওবা করুন। আল্লাহ বলেন **'আল্লাহ অবশ্যই সে সব লোকের তওবা কবুল করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং অতি সত্বর তওবা করে। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকেই ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে,** অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করছি এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি'। *(সূরা নিসা: ১৭-১৮)*

হালাল উপার্জন: শুধুমাত্র হজ্জ নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে হালাল উপার্জন অপরিহার্য। হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত। আল্লাহ বলেন **'আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও পবিত্র রিঝিক দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর উপর তোমরা ঈমান এনেছো'।** *(সূরা মায়িদা: ৮৮)*

গীবত: গীবত করা কবীরা গুনাহ। গীবত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগন, তোমরা অনেক ধারনা পোষন থেকে বিরত থাক! **আর তোমরা পরস্পরের গীবত করোনা। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? এটাতো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা কর!** আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। *(সূরা হুজরাত: ১২)*

গীবত হতে বাচাঁর উপায়: গীবত শুনলে বা প্রসঙ্গ শুরু হলে-তৎক্ষনাত নিষেধ করুন, অক্ষম হলে অন্য প্রসঙ্গের অবতারনা করুন, তাতেও অক্ষম হলে আপনি উক্ত জায়গা ত্যাগ করুন।

অহংকার: অহংকার করা কবীরা গুনাহ। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: **'ভু-পৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরন করোনা; তুমি তো কখনো পদভারে ভু-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনো পর্বত সমানও হতে পারবে না'।** *(সূরা বনি ইসরাইল: ৩৭)*

'অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করোনা এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরন করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করো সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর; নিশ্চয়ই সুরের মধ্যে গাধার সুরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর'। *(সূরা লোকমান: ১৮-১৯)।*

ঋণ পরিশোধ করুন: রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম বলেছেন, 'শহীদের রক্তের প্রথম ফোটা নির্গত হওয়ার সাথে সাথে তার জীবনের সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায়। কিন্তু ঋণ মোচন হয় না' *(আহমদ, তিরমিজী, ইবনু মাজাহ)।* সুতরাং হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তির বাড়ী হতে বের হওয়ার পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। সুযোগ না পেলে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে যাবেন এবং ঋণদাতার সাথেও বুঝা-পড়া করে যাবেন।

মানুষের হক এবং আমানত: আল্লাহ বলেন **'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা ফিরিয়ে দিবে আমানত তার হকদারদের'** *(সূরা নিসা: ৫৮)*

মানুষের টাকা বা সম্পদ ছাড়াও কাউকে দৈহিক বা মানসিক কষ্ট দিয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে অথবা ক্ষমা চেয়ে দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিবেন। পবিত্র ভূমিতে তথা পূর্ণ সফরে যেন আপনার দ্বারা অন্যের হক নষ্ট না হয় সজাগ থাকুন!

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা: আল্লাহ পবিত্রতম। আল্লাহ বলেন **'হে আদম সন্তানগন! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান কর, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করোনা, কেননা আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালবাসেন না'** *(সুরা আরাফ: ৩১)* আবু মালেক আশআরী (রা:) হতে বর্ণিত, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম বলেছেন **"পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ"।** প্রতিদিন, প্রতিবার মসজিদুল হারাম কিংবা মসজিদে নববীতে গমনের পূর্বে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা অর্জন করুন এবং সুন্দর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করুন।

পর্দা করুন: পর্দা একটি ইবাদত। পর্দা মুসলিম নর-নারীর সৌন্দর্য্য। আল্লাহ বলেন **'মুমিনদেরকে বলুন: তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটা তাদের জন্য পবিত্রতম। মুমিন নারীদেরকে বলুন: তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারনত: প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের অলংকার বা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তাদের ঘাড় ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (ওড়না বা চাদর) দ্বারা আবৃত রাখে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে না হাটে'** *(সুরা নূর: ৩০-৩১)*

ধৈর্য্য ধারন করুন: যে কোন পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ধরুন। পবিত্র কোরআনে বহুবার ধৈর্য্য ধারনের তাগিদ এবং পুরস্কার ঘোষনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন **'হে ঈমানদারগন! ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন'** *(সূরা বাক্বারা: ১৫৩)।* **'হে মুমিনগন! তোমরা ধৈর্য্য ধারন কর, ধৈর্য্যর প্রতিযোগিতা কর'** *(সূরা আল ইমরান: ২০০)।* **'আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের ভালবাসেন'।** *(সূরা আল ইমরান: ১৪৬)।* সুতরাং ধৈর্য্য ধরুন, রাগ নিবারন করুন। হজ্জ সফরে অন্তত: শতবার ধৈর্য্য পরীক্ষা দিতে হবে! সময়মত উপলব্ধি করতে সচেষ্ট থাকবেন!

হিংসা পরিহার করুন: রাসুল (সা:) বলেন, 'তোমরা হিংসা করা থেকে বেঁচে থাকো কারণ হিংসা নেক আমলসমূহ এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমনভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে'। *(আবু দাউদ)*

কুরআন পড়ুন, বুঝুন এবং আল্লাহকে জানুন:

হে ক্বাবা প্রদক্ষিনকারী হাজী! কুরআন না জানলে, ক্বাবার প্রভুকে কি ভাবে জানবেন? ক্বাবার মালিককে উপলব্ধি করতে না পারলে আপনার সকল শ্রম ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে! আল্লাহর একাত্ববাদ,

তাঁর স্বত্বা, তাঁর গুনাবলী, হুকুম-আহকাম, ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করুন! আল্লাহ বলেন **'রামাদান মাস-ইহাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, মানুষের পথ নির্দেশিকা স্বরূপ ও সঠিকপথের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য কারী হিসেবে'** *(সূরা বাক্বারা: ১৮৫)।*

'এটা (কুরআন) মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়েত ও রহমত'। *(সূরা জাসিয়া: ২০)*

যে পবিত্র ভূমিতে কুরআন নাযিল হয়েছে সেখানে বসেই আপনি বুঝতে পারবেন কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর একাত্ববাদ, মানব ও বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি, আদম (আ:) হতে উল্লেখযোগ্য সকল নবী-রাসুলদের কর্মপন্থা-জীবনী, আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ, নিষেধ, ইসলামের প্রতিটি বিষয়ের কথা পরিপূর্ণ ভাবে, মানবজাতির জন্য কেয়ামত পর্যন্ত একটি পূর্নাঙ্গ গাইড বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পাঠিয়েছেন-তখন এর অনুভূতি আপনার ভিতরকে নাড়া দিবে। তদুপরী মানব জাতির প্রধান এবং প্রকাশ্য শত্রু বিতাড়িত শয়তান হতে বাঁচার উপায় কুরআন ভিন্ন আর কোথায় পাবেন? হজ্জ সফরে সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত এবং এর বাংলা অর্থও পড়ুন, বুঝুন, অন্যদের কাছে প্রচার করুন।

রাসুলুল্লাহ (সা:) এর মর্যাদা কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি:

হে মদিনার পথে অগ্রসরমান ব্যক্তি! নবীর রওজা জিয়ারতকারী ভাগ্যবান! মদিনার বাদশাহর কোন কোন আদর্শ পালন করছেন? আল্লাহ বলেন **'তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রাসুলের মাঝে (অনুকরনযোগ্য) উত্তম আদর্শ রয়েছে এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ তা'য়ালার সাক্ষাত পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের (মুক্তির) আশা করে'** *(সুরা আহযাব: ২১)*

কুরআন তিলাওয়াত না করে, কুরআন এর শিক্ষা প্রচার এবং এর জন্য সময়, সম্পদ, জ্ঞান, শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় না করে, কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারককে কি দিয়ে খুশী করবেন?

-রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম এর জন্য বেশী বেশী দরুদ পড়ুন। তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রেরণ করুন। মানব-তার জন্য রাসূল (সা:) এর অবদান সমূহ স্মরণ করুন। রাসূল (সা:) এর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের কথা স্মরণ করুন। রাসূল (সা:) এর জন্য তাঁদের ভালবাসা, ত্যাগ ও কর্ম-কান্ডের ইতিহাস পড়ুন, তাদের পথ অনুসরন করে দো'আ করুন।

নামাজকে বিশুদ্ধ ও কার্যকরী করুন: নামাজের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-কানুন, ফরজ-ওয়াজিব, সুন্নাত এবং মাসয়ালা-মাসায়েল জানুন, শিখুন, নামাজে প্রয়োগ করুন। নামাজে পাঠকৃত সূরা-তাসবীহর উচ্চারন বিশুদ্ধ করুন এবং অর্থ শিখুন। হজ্জ সফরে এক ওয়াক্ত নামাজও কাজ্বা করবেন না-দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন! প্রত্যেক ফরজ নামাজ মসজিদুল হারামে জামাতের সাথে আদায় করুন। প্রতিদিন তাহাজ্জুদ, এশরাক, জানাজা এবং অন্যান্য নফল নামাজ পড়ুন।

হাজীদের সম্মান প্রদর্শন করুন (মানব সেবায় নিয়োজিত হোন): আপনি আল্লাহর মেহমান, আপনার সহযাত্রীও আল্লাহর মেহমান, মহান রবের আমন্ত্রন পেয়ে আসবে বিভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এবং গায়ের রঙ নিয়ে! সংকল্প করুন এ সফরে কারো সাথেই ঝগড়ায় লিপ্ত হবেন না ও অন্যের ঝগড়ার কারন আপনি হবেন না। সাথীদের সম্মানের চোখে দেখবেন এবং তাদের ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করবেন। নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিবেন। আপনি যদি অন্যের ছোট ছোট ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করতে না পারেন? তাহলে মহান আল্লাহ কিভাবে আপনার পর্বত সমান পাপ-অন্যায়, গুনাহ ক্ষমা করবেন? রাসূল (সা:) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তি কখনও ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী এবং অসদাচারী হতে পারেনা'। *(তিরমীযি)*। সাথী হাজীদের প্রয়োজনে মানুষের কল্যাণে আল্লাহর দেয়া সময়, শক্তি ও যোগ্যতা, সম্পদ, মেধা অকাতরে ব্যয় করুন। মানুষকে ভালবাসুন, মানবতাবোধে উজ্জীবিত এক মানব প্রেমী হয়ে উঠুন। **আপনার আমীরকে শতভাগ আনুগত্য ও সহযোগিতা করুন।** আচরনে বিনয়ী ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যত্নবান হোন।

হারাম এলাকার পবিত্রতা ও মর্যাদা:

আল্লাহ বলেন, 'যে হারামের ভিতর প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে'। *(সূরা আল ইমরান: ৯৭)*

'যে হারাম এলাকায় পাপ কাজের মাধ্যমে যুলুমের ইচ্ছা পোষণ করে, আমি তাকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইব' *(সূরা হজ্জ:২৫)*

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম বলেছেন, 'আমার মসজিদে একবার সালাত আদায়, হারাম ছাড়া অন্য মসজিদে হাজার বার সালাত আদায়ের চেয়ে বেশী উত্তম। তবে মসজিদুল হারামে একবার সালাত আদায় অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক লক্ষ গুন বেশী'। *(আহমদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুজাইমা)*

আরবী ভাষা জানার সুবিধাদি:

কুরানিক আরবী শিখে যেতে পারলে বুঝতে পারবেন মসজিদুল হারামে শ্রুতিমধুর কুরআন তিলাওয়াত, এর অর্থ, তেমনি ভাব বিনিময় করে জানতে পারবেন মুসলিম বিশ্বের মহামিলন কেন্দ্রে আগত আরো ৯/১০টি দেশের মুসলিম ভাইবোনের জীবন যাত্রা।

সফরের সঙ্গী বাছাই করুন: হজ্জ সফরের পূর্বেই মহান আল্লাহর একজন সৎকর্মশীল বান্দা সঙ্গী হিসেবে বাছাই করুন। এজন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করুন।

feedback: Qur'an Teaching Research & Training Centre. macsystembd@gmail.com

হজ্জ এবং হজ্জের অত্যাবশ্যকীয় পূর্ব প্রস্তুতি

হজ্জ ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ। হজ্জের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। সামর্থ্যের অধিকারী, প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান নর-নারীর জন্য হজ্ব ফরয। আল্লাহ বলেন, **"নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা তো মক্কায়; ওটা বরকতময় এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত লাভের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ! মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্ব তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখান করলে জানিয়া রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন"।** *(আল-ইমরানঃ ৯৬-৯৭)।* "এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান; তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে। মানুষের মধ্যে হজ্বের ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে।" *(সুরা হজ্জঃ ২৬-২৭)* **"আর সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি কাবাগৃহকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহন কর এবং ইবরাহীম ও ইসমাইলকে আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।"** *(সুরা বাক্বারাঃ ১২৫)*

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম বলেছেন, 'হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও যে হজ্জ না করে মৃত্যুবরন করে, সে ইহুদী হয়ে মৃত্যুবরন করুক বা নাছারা হয়ে মৃত্যুবরন করুক, আল্লাহর সঙ্গে তার কোন সংশ্রব নাই'- *(তিরমিজী, ইবনে মাযা)।*

হজ্জের পুরস্কার: হজ্জ মানুষকে নিষ্পাপ করে। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে এবং এতে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কাজ করেনি, সে হজ্জ হতে সেই দিনের ন্যায় (পাপমুক্ত) হয়ে ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল' *(বুখারী ও মুসলিম)।* রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, 'মকবুল-পূণ্যময় হজ্জের (ত্রুটি বিহীন) প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন আর কিছুই নয়' *(বুখারী ও মুসলিম)।*